কোঠারি কমিশন (১৯৬৪–৬৬): উদ্দেশ্য, কাঠামো ও প্রাথমিক–মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

(Education Commission)

---

১. ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে **কোঠারি কমিশন** গঠিত হয়। এটি ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন, যা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে একক কাঠামোর মধ্যে আনতে চেয়েছিল। এই কমিশনের সুপারিশই ১৯৬৮ সালের **প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতির (NPE)** ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়।

---

২. কোঠারি কমিশনের পরিচয়

- **পূর্ণ নাম**: Education Commission
- **কার্যকাল**: ১৯৬৪–১৯৬৬
- **চেয়ারম্যান**: ড. ডি. এস. কোঠারি
- **প্রতিবেদন প্রকাশ**: ১৯৬৬

☞ কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল "**Education and National Development**"।

---

৩. কোঠারি কমিশনের উদ্দেশ্য (Objectives)

কোঠারি কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

৩.১ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের সংযোগ

- শিক্ষাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার করা
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গঠন

৩.২ শিক্ষায় সমতা ও সামাজিক ন্যায়

- শিক্ষায় সুযোগের সমতা
- গ্রাম–শহর, ধনী–দরিদ্র, নারী–পুরুষ বৈষম্য হ্রাস

৩.৩ গুণগত মানোন্নয়ন

- পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

৩.৪ জাতীয় ঐক্য ও মূল্যবোধ গঠন

- জাতীয় চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা

৩.৫ শিক্ষা কাঠামোর একীকরণ

- সারাদেশে অভিন্ন শিক্ষা কাঠামো
- বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতা

---

৪. কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো (Structure)

৪.১ ১০+২+৩ শিক্ষা কাঠামো

কোঠারি কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান—

- **১০ বছর বিদ্যালয় শিক্ষা**
  - প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
- **২ বছর উচ্চ মাধ্যমিক**
- **৩ বছর স্নাতক শিক্ষা**

☞ এটি বর্তমানে ভারতের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো।

৪.২ শিক্ষার স্তরবিন্যাস

- প্রাথমিক শিক্ষা
- উচ্চ প্রাথমিক / নিম্ন মাধ্যমিক
- মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক
- উচ্চশিক্ষা

---

৫. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum at Primary Level)

কোঠারি কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে **শিশুকেন্দ্রিক ও কার্যভিত্তিক** করার প্রস্তাব দেয়।

৫.১ প্রধান বৈশিষ্ট্য

- মাতৃভাষায় শিক্ষা

- ভাষা, গণিত ও পরিবেশ শিক্ষা
- কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by Doing)
- নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা

৫.২ সহশিক্ষা কার্যক্রম

- শিল্পকলা
- খেলাধুলা
- সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা

---

৬. মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum at Secondary Level)

৬.১ উদ্দেশ্য

- ব্যক্তিত্বের বিকাশ
- কর্মজীবনের প্রস্তুতি
- উচ্চশিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ

৬.২ পাঠ্যক্রমের গঠন

পাঠ্যক্রম হবে—

- বাধ্যতামূলক বিষয়
- ঐচ্ছিক বিষয়
- বৃত্তিমুখী বিষয়

৬.৩ বিষয়সমূহ

- ভাষা (মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজি)
- বিজ্ঞান ও গণিত
- সামাজিক বিজ্ঞান
- শিল্প, কারিগরি ও কর্মশিক্ষা

- নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা

৬.৪ বৃত্তিমুখী শিক্ষা

- বিদ্যালয় স্তরেই বৃত্তিমুখী শিক্ষা
- কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা

---

৭. শিক্ষক ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সুপারিশ (সংক্ষেপে)

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি
- অবিরাম ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন
- পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

---

৮. কোঠারি কমিশনের গুরুত্ব

- আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর ভিত্তি
- জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিপ্রস্তর
- শিক্ষা ও উন্নয়নের সংযোগ
- শিক্ষায় সমতা ও গুণগত উন্নয়ন

---

৯. সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা

- সব রাজ্যে সমানভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি
- আর্থিক ও প্রশাসনিক বাধা
- বৃত্তিমুখী শিক্ষার সীমিত প্রসার

---

১০. উপসংহার (Conclusion)

কোঠারি কমিশন স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এর উদ্দেশ্য, কাঠামো ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ আজও ভারতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। বিশেষত **১০+২+৩ কাঠামো** ও শিক্ষা–উন্নয়নের ধারণা এর স্থায়ী অবদান।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. কোঠারি কমিশনের উদ্দেশ্য আলোচনা করো।
2. কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো ব্যাখ্যা করো।
3. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad / Long Answer (১০–১৫ নম্বর)** হিসেবে ধরে **বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর** প্রদান করা হলো—

---

১. কোঠারি কমিশনের উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

উত্তর :
কোঠারি কমিশন (১৯৬৪–৬৬) স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা যাতে তা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথমত, কোঠারি কমিশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল **শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন**। কমিশনের মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ছাড়া আধুনিক ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতা ও উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়।

দ্বিতীয়ত, কমিশন **শিক্ষায় সমতা ও সামাজিক ন্যায়** প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। গ্রাম–শহর, ধনী–দরিদ্র, নারী–পুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য সমান শিক্ষাসুযোগ নিশ্চিত করা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

তৃতীয়ত, **শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন** ছিল কমিশনের আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক পাঠ্যক্রম, উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান বাড়ানোর কথা বলা হয়।

এছাড়া জাতীয় ঐক্য, গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠন এবং সারাদেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তনও কোঠারি কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

২. কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
কোঠারি কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ভারতের জন্য একটি **অভিন্ন শিক্ষা কাঠামো** প্রস্তাব করা। এই কাঠামোই বর্তমানে প্রচলিত **১০+২+৩ শিক্ষা ব্যবস্থা** হিসেবে পরিচিত।

এই কাঠামো অনুযায়ী—

- **১০ বছর বিদ্যালয় শিক্ষা** (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে)
- **২ বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা**
- **৩ বছর স্নাতক শিক্ষা**

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। কমিশন মনে করেছিল যে, এই কাঠামো শিক্ষার্থীদের মানসিক ও বয়সগত বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিক্ষা কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল **শিক্ষার স্তরবিন্যাসের স্পষ্টতা**—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। এর ফলে প্রশাসনিক সুবিধা বাড়ে এবং শিক্ষার পরিকল্পনা সহজ হয়।

এই কাঠামো সারাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার একীকরণে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পথকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করে তোলে।

---

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করো।

উত্তর :
কোঠারি কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে **শিশুকেন্দ্রিক, জীবনমুখী ও জাতীয় উন্নয়নমুখী** করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে, কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষার সুপারিশ করে। ভাষা, গণিত ও পরিবেশ শিক্ষা ছিল মূল বিষয়। পাশাপাশি "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by Doing)"–র উপর জোর দেওয়া হয়। নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ, খেলাধুলা, শিল্পকলা ও সংগীতকে প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অপরিহার্য অংশ হিসেবে ধরা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে, কমিশন বহুমুখী পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব দেয়। এতে বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ও বৃত্তিমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভাষা (মাতৃভাষা ও ইংরেজি), বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, কর্মশিক্ষা, শিল্পকলা ও নৈতিক শিক্ষা—এই সব বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোর কথা বলা হয়।

কমিশন বিশেষভাবে **বৃত্তিমুখী শিক্ষার** উপর গুরুত্ব দেয়, যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় স্তর থেকেই কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এইভাবে কোঠারি কমিশনের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ শিক্ষাকে কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিক না রেখে জীবন ও সমাজমুখী করে তোলার চেষ্টা করে।